রংদার রোববার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৯ জানুয়ারি ২০২০

হাওয়া বদল সৌদিতে

মৃত্তিকাগর্ভে অফুরান তেল। সেই তেল বেচা অর্থের দাপটেই সৌদি আরব হয়ে উঠেছিল ইসলামি দুনিয়ায় একচ্ছত্র অধিপতি। চোখ ধাঁধানো রাস্তাঘাট–বাড়ি–গাড়ি, কিন্তু মেয়েরা ঘরবন্দিই। তবু দিন বদলায়। অপ্রচলিত শক্তির উদ্ভাবনে তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমছে। তাই সৌদিও এখন নতুন রাস্তার খোঁজে। ইমিগ্রেশন কাউন্টার জুড়ে মেয়েরা। দেখে এলেন **প্রতিম বসু**

ধারাবাহিক ৮

বোট থেকে নেমে গার্গী দেখে রাগে ফুঁসছেন তলাপাত্র, বলছেন, ‘এ সবই কনস্পিরেসি। পাকড়াশিকে আমি ছাড়ব না।’ গার্গী–লুনা–সোনালিচাঁপারা ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে খেতে ঢুকল। খেতে খেতেই লুনা গার্গীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল , ‘মা আমি কিন্তু বোটযুদ্ধের ঘটনাটা মোবাইলে ভিডিয়ো করে নিয়েছি। গেস্ট হাউসে ফিরে দেখাব’

বই–তরণী ১০

প্রবীণের প্রকৃতিছোঁয়া মানুষের গল্প ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত, যেন আনন্দমুখর শব্দমালা। পাশাপাশি নবীনের সারল্যস্নিগ্ধ কবিতা ও গল্প

গল্প, অণুগল্প, কবিতা, সম্পর্ক, রসেবশে, ইচ্ছেডানা, ঘেঁটে ঘ, টেলিস্কোপ

চোদ্দো মাইল বা সাতক্রোশ জুড়ে বয়ে চলেছে ওড়িশার মহানদী। তাকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত জঙ্গল। তাই জঙ্গলের নাম সাতকোশিয়া। ঘন জঙ্গলে হাতি, সম্বর, বন্য বরাহ ছাড়াও রয়েছে কুমিরের রাজত্ব **৭**

চির ঘুমের দেশে বব উইলিস। ইয়ান বথামের সঙ্গে তাঁর বোলিং জুটি রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তাবড় ব্যাটসম্যানের। দেশের জন্য একসময় ফিরিয়েছেন প্যাকার সিরিজের লোভনীয় প্রস্তাব

১৪

তখনও জানি না যে এরপর আরও বিপদ আসছে। সাধারণত সব দেশের ভিসার নিয়মাবলিতে নির্ধারিত মূল্যের কথাটা পরিষ্কার করে লেখা থাকে। এখানেও আছে হয়তো কিন্তু সেটা আরবিতে। তার ফল হল, ট্রাভেল এজেন্টরা সৌদির ভিসার জন্য রীতিমতো ডাকাতি করে। আগে থেকে বলবে না কত লাগবে। এলে গলায় গামছা দিয়ে আদায়।

আমার কাছে কলকাতার এজেন্ট যে টাকা চেয়ে বসল, তাতে দু'বার বিমানে কলকাতা–ব্যাংকক–কলকাতা করা যায়। সাতাশ বছরের বেশি সাংবাদিকতা করছি, নানা দেশ ঘুরেছি, এমন চোট্টামো দেখিনি। কী আর করা যায়, কিল হজম করেই রওনা হলাম। গ্যাঁটগচ্চার দুঃখটা অবশ্য সৌদির অভিজ্ঞতা পুষিয়ে দিয়েছিল।

মহিলা মহল

দুবাই থেকেই রিয়াধের বিমানে ওঠার সময় দেখি ভদ্রলোক বলতে কিছু ভারতীয় ও বিদেশি। এর মধ্যে কলকাতার একটি বাঙালি মুসলমান পরিবারও আছে। জামাই ইঞ্জিনিয়ার – সৌদিতে কাজ করে। দাদু–দিদা সেখানে নাতি–নাতনির সঙ্গে সময় কাটাতে যাচ্ছে।

বাকিদের বেশভূষায় পরিষ্কার, সস্তা শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছে। বেশিরভাগ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি আর ভারতীয়। আর একটা মেয়েদের বড় দল ফিলিপিন্স থেকে আসছে। ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ করবে। প্লেনে ওঠার সময়েই মেয়েরা সবাই 'আভয়া'বার করে ফেলেছে।

আমি ভেবেছিলাম, রিয়াধ বিমানবন্দরে হয়তো লম্বা দাড়ি নেড়ে কড়া কড়া প্রশ্ন করবে। ও হরি! নেমে দেখি দাড়ি কই? ইমিগ্রেশনে 'ডিসডাসা' নামের সাদা জোব্বা পরা সুন্দর দর্শন সৌদি পুরুষ কর্মীরা ফ্লোর সামলাচ্ছে। দাড়ি কম। থাকলেও সুন্দর করে ছাঁটা। গোঁফবিহীন লম্বা দাড়ি, গোড়ালির ওপরে পাজামা এসব সৌদিতে দেখিনি, ওসব নিয়ম বোধহয় আমাদের মতো দেশগুলোর জন্যে।

ইমিগ্রেশন কাউন্টার জুড়ে বেশির ভাগই মহিলা। 'আভয়া' পরা হলে কি হবে, তারা ভীষণ স্মার্ট আর দক্ষ। এটা কিন্তু সৌদির একটা বিশেষত্ব। মেয়েদের ওরা আটকে রেখেছে বলেই বোধহয় মেয়েদের ভেতরে শিক্ষিত হওয়ার প্রচেষ্টা বেশি।

সৌদিতে মেয়েদের জন্যে প্রথম স্কুল খোলে ১৯৫৬ সালে। তারপর ধাপে ধাপে দরজা একটু একটু করে খুলেছে। এখনও মেয়েদের সব বিষয় পড়তে দেওয়া হয় না। পড়তে, বাড়ির বাইরে পা রাখতে গেলেও পুরুষের অনুমোদন দরকার। সারা পৃথিবীতে মেয়েদের ওপর এত বিধিনিষেধ আর কোথাও নেই।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ২০১৫ সালে সৌদিতে ৫২% স্নাতক ছিল মহিলা। যেখানে চাকরির সুযোগ পায়, হামলে পড়ে। ক্যাপসার্কের কনফারেন্সে অনুবাদকের কাজ করতে আসা একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল – দেশবিদেশ নিয়ে তার প্রশ্নের অন্ত নেই।

এই শিকল ছেঁড়ার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু দেখা যাবে মূলত কম বয়সী মহিলাদের ভেতর। সব জায়গার মতো এখানেও পুরোনো শিকলটাই অস্তিত্বের অঙ্গ ভেবে নিয়েছে। তফাতের মধ্যে এখানে শিকল অনেক মোটা। তার কিছুটা প্রমাণ পেয়েছিলাম দিরিয়া (বা দরিয়া) গিয়ে।

রিয়াধের কাছেই দিরিয়াতে সৌদির রাজার পুরোনো কেল্লার ভগ্নাবশেষ ছিল। টাকার অভাব নেই, তাই অনেক যত্ন নিয়ে সে রাজবাড়ি আবার নতুন করে গড়া হয়েছে। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টে নামও উঠেছে। জায়গাটাকে ঘিরে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে। খুব সুন্দর সুন্দর রেস্তোরাঁ আছে। কনফারেন্স শেষে এক সন্ধ্যায় সেখানে যাওয়া হল, খাওয়া হল। সৌদিতে খাওয়ার ব্যাপারটা অমন টুক করে বললে হবে না। নানারকমের মাংস, শাকসব্জি আসতে আসতে টেবিল আর পেট দু'টোই উপচে পড়ার জোগাড়। আমরা জনাকুড়ি ছিলাম – একদল চিনে আর বাকিরা বেশির ভাগ ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত – বিলেত, আমেরিকায় থাকে। তাছাড়া আর গোটা কয় সায়েব।

সব ভারতীয়ই যে ভারত থেকে কনফারেন্সে গিয়েছে তা নয় কিন্তু। দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শুধু সস্তা অদক্ষ শ্রমিক যায়। ভারত থেকে অদক্ষ শ্রমিক ছাড়াও প্রচুর দক্ষ শ্রমিক, পেশাদার ইত্যাদি যায়। ভারতীয় কোম্পানিও অনেক আছে। সৌদির ক্যাপসার্ক ও অন্যান্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলো ভারতীয় গবেষকে ভর্তি। কিন্তু এ সব হলে কি হবে, ভারতীয়দের খাবারে একতা নেই। আমিষ–নিরামিষ নানা ব্যাপার। আমরাও 'না'–র লিস্ট বেশ লম্বা। চিনেদের এ সবের বালাই নেই। মোটামুটি মাটির ওপরে যা নড়েচড়ে সবই খায়। ওরা শুরুর থেকেই বেশ জমিয়ে খাচ্ছিল। কিন্তু খেলা এগোতেই দেখি তারাও আর তাল রাখতে পারছে না। এদিকে খাবার এসেই যাচ্ছে। নষ্ট হবে ভেবে আমি কাতর হয়ে পড়েছিলাম, পরে জানলাম ওখানে ওটাই দস্তুর – ফেলে ছড়িয়ে খাও।

এ সবের মাঝেই লক্ষ করেছি, রেস্তোরাঁতে বহু বিদেশি এসেছে। তাদের মধ্যে অনেক মহিলা – সবাই 'আভয়া' পরা। কেবল আমাদের দলের তিনটি মেয়ে ছাড়া। সবাই চিনে–পরনে জিন্স ও লং–স্কার্ট। সচেতনভাবেই, কেউ খোলামেলা পোশাক পরেনি। খাওয়া শেষে আমরা এলাকাটা পায়ে হেঁটে দেখতে বেরিয়েছি, হঠাৎ খেয়াল করলাম উদ্যোক্তাদের মুখে যেন একটু চিন্তার ছাপ। আড়চোখে চারপাশ মাপছে। জিজ্ঞেস করতে বোঝা গেল, 'আভয়া' ছাড়া মেয়েদের উপস্থিতি নিয়ে তাঁরা একটু চিন্তায় আছেন।

সরকার আগের মতো নেই একথা সত্যি, কিন্তু নিয়মটা আছে। কেউ যদি বিরূপ হয় তা হলে পুলিশ ধরতেই পারে। আর সৌদির পুলিশের নামেই লোকের কম্প দিয়ে জ্বর আসে। ভাগ্যিস আমাদের দলে অনেকের সে রাতেই ফিরতি প্লেন ধরার তাড়া ছিল। বাসে ওঠার সময় দেখি, আপাদমস্তক ঢাকা মধ্যবয়স্ক আরব মহিলারা আমাদের সব দলের মেয়েদের অপাঙ্গে দেখছেন।

শিরশ্ছেদ

পুলিশের ব্যাপারটা মুর্শিদাবাদের জামালের (নাম পরিবর্তিত) কাছ থেকে পরে ভালো করে জেনেছিলাম। জামালের সঙ্গে দুবাই বিমানবন্দরে আলাপ। দু'জনেরই রিয়াধ থেকে দুবাই হয়ে কলকাতার টিকিট। দুবাই বিমানবন্দরটা বোধহয় 'কমপ্লান' খায়, প্রতিবারই মনে হয় আরও বড় হয়ে গিয়েছে। বড় বলে বড়! এমুড়ো ওমুড়ো যেতে ট্রেন ধরতে হয়। ট্রেন অবশ্য আমেরিকার হাতির মতো বিমানবন্দরগুলোতেও আছে। কিন্তু দুবাইয়ের মতো এত ব্যস্ত এয়ারপোর্ট পৃথিবীতে খুব কম আছে। যাত্রীতে কিলবিল করে। বোর্ড দেখে পথ বুঝে নিতে হবে। কাউকে জিজ্ঞেস করার যো নেই। নাকানি–চোবানি খেতে খেতে, জামাল আমার পোঁ ধরে ফেলল। তারপর প্লেনের জন্যে সাত ঘণ্টা অপেক্ষা, ফলে আলাপটা ভালই জমল। হদ্দ গরিব বাড়ির ছেলে। বছর পাঁচেক রিয়াধে আছে। বার দু'য়েক বাড়ি গিয়েছে। দু'বছর আগে, শেষ যখন গিয়েছিল ছোট মেয়েটা তখনও মায়ের পেটে। নেহাৎ হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল ছিল, নইলে মুখ দেখে চিনতে পারত না। সৌদিতে কাজ করে যা রোজগার করেছে তার বেশির ভাগটাই গিয়েছে মুর্শিদাবাদের বাড়ি বানানো ও সাজানোতে। গর্ব করেই বলল, বাড়িতে এসিও আছে। পয়সাটা জমালে কাজ দিত কিনা জিজ্ঞেস করায় একটু আতান্তরে পড়ল।

জামাল জানে, সৌদিতে আর বেশিদিন কাজ করা যাবে না। তেলের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে তেনাদের বাবুয়ানি কমছে। স্থানীয় লোকেদের আগে কাজকর্ম করার তেমন চাড় ছিল না। এখন নাকি সিকিওরিটি গার্ডের চাকরিতেও আসছে। ফলে বাইরের লোককে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।

চোট বেশি পড়ছে পাকিস্তানি আর বাংলাদেশিদের ওপর। এর একটা কারণ তারা মূলত অদক্ষ শ্রমিক। আর একটা কারণ হল, ম্যানেজার পদে অনেক ভারতীয় আছেন। ফলে নীচের তলার ভারতীয়রা বাড়তি সুবিধে পেয়ে থাকে।

সুবিধে অবশ্য বেশি নয়। দিনের শেষে স্থানীয় মানুষ যা চাইবে তাই হবে। আর মেয়ে শ্রমিক থাকলে নাকি এই যা খুশি চাওয়াটা অন্য মাত্রা নেয়। কোনওরকম বেগড়বাঁই করলেই পুলিশের কাছে মিথ্যে অভিযোগ। 'শরিয়ত' লঙ্ঘন করার শাস্তি – চাবুক থেকে শিরশ্ছেদ।

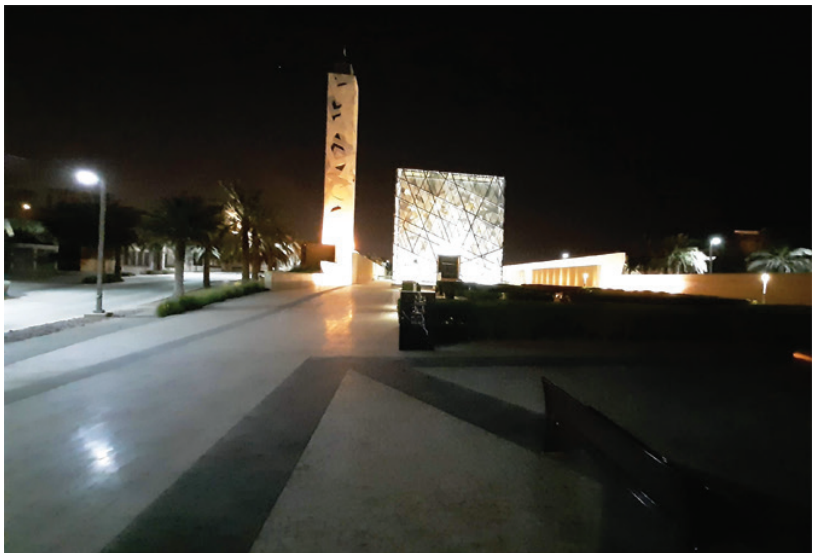

জামাল একবার দলে পড়ে এ রকম শিরশ্ছেদ দেখতে গিয়েছিল। জনসমক্ষে একজন জ্যান্ত লোকের মুন্ডু উড়িয়ে দেবার দৃশ্য দেখে হপ্তাখানেক খেতে পারেনি। তারপর থেকে কানে তুলো আর পিঠে কুলো। পয়সার জন্যে ক'দিন সহ্য করা। দেশে ফিরতে পারলে বাঁচে। মক্কা–মদিনা যেখানে আছে থাক।

ম্যাও!

শরিয়তি আইনই সৌদির ভাবমূর্তি বদলানোর সব থেকে বড় অন্তরায়। হিন্দু, বৌদ্ধ এমনকি শিয়া মুসলমানদের কথা তো বাদই দিলাম। খুব কট্টর না হলে, অন্যদেশ থেকে আসা সুন্নি মুসলমানেরাও হাঁফিয়ে ওঠে। ভারত, বাংলাদেশে যেমন 'মাজার' ইত্যাদি থাকে সে সব সৌদিতে নেই। মসজিদগুলো দুর্দান্ত দেখতে, আমি তো শপিং মল ভেবে একটার দরজা ঠেলাঠেলি করেছিলাম। কি ভাগ্যি কেউ দেখেনি। নইলে বোধহয় শরিয়ত লঙ্ঘন করার অভিযোগে মুণ্ড আর দেহ আলাদা হয়ে যেত।

সব কপালের দোষ। কনফারেন্সের আগের দিন বিকেলে রিয়াধ পৌঁছেছি। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি 'ক্যাপসার্ক' পৌঁছে দিল। একটা শহরের সাইজের ক্যাম্পাস। তাতে দু'টো ফুটবল মাঠের সাইজের বিশাল এক সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, আমার দু'রাত্তির থাকার জায়গা।

অ্যাপার্টমেন্টের কথা কি আর বলব! একটা মানুষ কিন্তু দু'টো বাথরুম, ইয়া সাইজের ড্রয়িং রুম, বেডরুম, স্টোররুম, ড্রেসিং রুম, বারান্দা – কলকাতায় আমার তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটটা এর থেকে ছোট। জিনিসপত্র বসার ঘরেই ডাঁই করে রেখে, টক করে বেরিয়ে পড়লাম – একটু লোকজনের সঙ্গে গল্পগাছা করার ইচ্ছে।

বাইরে এসে দেখি স্বপ্নপুরী। কফি শপ, লন্ড্রি, আইসক্রিম বার, লাইব্রেরি, সুপার স্টোর কি নেই। সব আছে, খালি লোক নেই। কফি শপ ফাঁকা। হাঁকডাক করতে একজন বেরিয়ে এসে এক কাপ কালো কফি হাতে ধরিয়ে দিল। আইসক্রিম বারে দোকানি মাছি তাড়াচ্ছে। এদিক ওদিক করে সুপার মার্কেটে গিয়ে দেখি সেখানেও একই অবস্থা। একজন ক্রেতা, থরে থরে জিনিস।

যাব্বাবা! এদেশে কি মানুষ থাকে না? ইউরোপ–আমেরিকাতেও তো এমন দেখিনি বাপু! পয়সা দিয়ে লোক রেখেছে, তারা ভূতের বাড়িকে সাজিয়ে রাখে। সাথে এখানে লোকে সব ছেড়ে কাজ নিয়ে পড়ে থাকে?

একটু দূরে বিশাল একটা চারকোণা আলো ঝলমলে বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সুপারমার্কেটের কাউন্টারে বসা ইন্দোনেশিয়ানকে খুঁচোখুঁচি করতে বলল 'মল'। অন্তত আমি তো তাই শুনেছিলাম। আসলে বলেছিল 'মস্ক' মানে মসজিদ। বাইরে পোড়া গরম অগ্রাহ্য করে, হেঁটে চলে গেলাম – লোক দেখব। বাকিটা তো আগেই বলেছি।

দরজা ঠেলাঠেলি করে ফিরে এসে, মরুভূমির বুকে তেলের জোরে বানানো পার্কে বসেছি। রাত সবে সাতটা। একটু দূরে রাস্তার দু'পাশে, ক্যাপসার্কের গবেষকদের সারি সারি বাংলো। অ্যাপার্টমেন্টের সাইজ কত হলে, বাংলোর সাইজ কত হয় আর একটা বাংলোতে গড়ে কতজন থাকে এইসব হিসেব করছি – এমন সময়ে, 'ম্যাও'!

দরকার ছিল না, স্রেফ ইন্দোনেশিয়ানের সঙ্গে খেজুর করার জন্যে সুপারমার্কেট থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট কিনেছিলাম। তাইতেই কেল্লা ফতে! ঝুলি থেকে বেড়ালটা বেরোল। হুঁ–হুঁ বাবা! ক্যাশ ফেললে সব হয়। সাথে ইউরোপ–আমেরিকার নাম করা শিক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে লোক এই ভূত–পুরীতে এসে থাকে!

দিনের শেষে স্থানীয় মানুষ যা চাইবে তাই হবে। আর মেয়ে শ্রমিক থাকলে নাকি এই যা খুশি চাওয়াটা অন্য মাত্রা নেয়। কোনওরকম বেগড়বাঁই করলেই পুলিশের কাছে মিথ্যে অভিযোগ। 'শরিয়ত' লঙ্ঘন করার শাস্তি – চাবুক থেকে শিরশ্ছেদ

pratimbose@gmail.com

ছবি ঃ লেখক

বিশ্ববাজারে তেলের দাম যেমন যেমন বেড়েছে সৌদির রোজগারও বেড়েছে। ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও দেশের উন্নতির জন্য কিছু কাজ হয়েছে। যেমন ১৯৭০-এর দশকের তেলের দাম বৃদ্ধির খানিক টাকা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের খরচ হয়েছে। এর সুফলও মিলেছে। এককালে সৌদিতে খেজুর ছাড়া আর বিশেষ কিছু হত না। সেটাই ছিল প্রধান খাদ্য। এখন মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি দেশের লোককে খাইয়েও রপ্তানি করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ভালো এবং বড় ডেয়ারি আছে সৌদিতে। খেজুর এখন প্রায় পুরোটাই রপ্তানি হয়। তবে এর অনেকটাই বোধহয় স্রেফ গায়ের (পড়ুন টাকার) জোরে, কারণ প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। এককালে তো সৌদি গম রপ্তানিও শুরু করেছিল। শেষে দেখা গেল, মরুভূমির তলায় যে যৎসামান্য মিষ্টি জলের ভাণ্ডার আছে সেটুকুও যাব যাব করছে। তাই এখন সে সব বন্ধ

দুবাই গিয়েছি বহুবার। মরুভূমির মাঝে ঝাঁ চকচকে শপিং মলও দেখেছি। কিন্তু সৌদি আরব না গেলে জানতেই পারতাম না, 'তেল হয়েছে' কথাটা কোত্থেকে এল?

রিয়াধ শহরের এমুড়ো ও ওমুড়ো করতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। কোনও জ্যাম নেই। থাকবে কী করে? লোকই তেমন দেখা যায় না। নেই তা নয়। অঙ্কের হিসেবে শহর কলকাতায় ৪৫ লাখ লোক থাকে আর রিয়াধে ৭৬ লাখ — দেড়গুণের একটু বেশি। গরমিলটা হল, শহর কলকাতার আয়তন ২৫০ বর্গকিলোমিটার আর রিয়াধের আয়তন ১৯০০ বর্গকিলোমিটারের বেশি। কলকাতার প্রায় আট গুণ। সুতরাং লোক কোথায় পাবেন? মাঝে মাঝে গাড়ি আর ইয়া-ইয়া বাড়ি। আমেরিকা, চিন – পৃথিবীর এক ডজনের বেশি দেশে গিয়েছি, অমন সাইজের বাড়ি দেখিনি।

শহরখানা বানিয়েছে আমেরিকার হিউস্টনের আদলে। ইয়া ইয়া রাস্তা। বাপ-রে বাপ! শেষই আর হয় না। মাঝে মাঝে গাছ আছে, ঘাসও দেখতে পাবেন হয়তো। কিন্তু তলায় জলের পাইপ। সমুদ্রের নোনা জল পরিশোধন করে গাছে দেওয়া হয়। নইলে ওই রোদে গাছ বাঁচায় কার সাধ্য।

যত বাড়ি, গাড়ি, যেখানে পা ফেলবেন সবেতেই গাঁক গাঁক করে এসি চলছে। ওসব উইন্ডো, স্প্লিট ছাড়ুন। আমার তো ধারণা, আমাদের দেশে যেমন তাপবিদ্যুৎ কারখানা হয় ওদের বোধহয় এসি কারখানা হয়।

সব ওই তেলে হয়েছে। ১৯৩৮ সালে মরুভূমির তলায় তেল পাওয়া গিয়েছিল, ব্যাস। আছে যখন খরচাও করছে। জনপ্রতি পেট্রোল খরচা আমেরিকার প্রায় দ্বিগুণ। চিন, ভারত কোথায় লাগে।

পূর্ব-কথন

গল্পটা শুরু থেকেই বলা যাক তা হলে। গত জুলাই কি অগাস্ট মাস নাগাদ আমন্ত্রণ এল রিয়াধের কিং আবদুল্লা পেট্রোলিয়াম স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (ক্যাপসার্ক) থেকে।

সৌদিতে মেয়েদের জন্যে প্রথম স্কুল খোলে ১৯৫৬ সালে। তারপর ধাপে ধাপে দরজা একটু একটু করে খুলেছে। এখনও মেয়েদের সব বিষয় পড়তে দেওয়া হয় না। পড়তে, বাড়ির বাইরে পা রাখতে গেলেও পুরুষের অনুমোদন দরকার। সারা পৃথিবীতে মেয়েদের ওপর এত বিধিনিষেধ আর কোথাও নেই

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে বলতে হবে। চিন আর ভারতের রেষারেষি আর ভূ-রাজনৈতিক কারণে এই অঞ্চলে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব আসছে। এতে পণ্য পরিবেহণের ধরন ও খরচ দুই-ই কমবে।

সৌদির নতুন যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন পণ করেছেন ২০৩০ সালের মধ্যে সৌদি অর্থনীতির ভোল পাল্টাবে। তেলের বদলে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হবে সরবরাহ ও পরিবহণ শিল্প বা লজিস্টিক্স। তেলের বাজার আর আগের মতো চাঙ্গা নেই। ২০১৫ সাল থেকে ব্যারেল প্রতি দাম প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। চাহিদা ও জোগানের দড়ি টানাটানিতে তেলের বাজার আর আগের মতো চাঙ্গা হওয়ার আশা নেই। একদিকে যে আমেরিকা এতদিন তার তেলের (যেমন 'শেল') উদ্ভাবনের ফলে তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমেছে। সব থেকে বড় কথা হল, মধ্যপ্রাচ্যের সস্তা তেলের ভাঁড়ার তলানিতে ঠেকেছে। সুতরাং সৌদিকে নতুন রাস্তা দেখতে হচ্ছে।

তেল আবিষ্কারের আগে বিশ্ব-অর্থনীতিতে সৌদির পরিচয় মূলত মক্কা ও তীর্থযাত্রীদের আগমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর পর থেকে তেলই প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম যেমন যেমন বেড়েছে সৌদির রোজগারও বেড়েছে। ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও দেশের উন্নতির জন্য কিছু কাজ হয়েছে। যেমন ১৯৭০-এর দশকের তেলের দাম বৃদ্ধির খানিক টাকা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের খরচ হয়েছে। এর সুফলও মিলেছে।

এককালে সৌদিতে খেজুর ছাড়া আর বিশেষ কিছু হত না। সেটাই ছিল প্রধান খাদ্য। এখন মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি দেশের লোককে খাইয়েও রপ্তানি করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ভালো এবং বড় ডেয়ারি আছে সৌদিতে। খেজুর এখন প্রায় পুরোটাই রপ্তানি হয়।

তবে এর অনেকটাই বোধহয় স্রেফ গায়ের (পড়ুন টাকার) জোরে, কারণ প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। এককালে তো সৌদি গম রপ্তানিও শুরু করেছিল। শেষে দেখা গেল, মরুভূমির তলায় যে যৎসামান্য মিষ্টি জলের ভাণ্ডার আছে সেটুকুও যাব যাব করছে। তাই এখন সে সব পুরো বন্ধ।

ভালো কাজ

তবে সব থেকে ভালো কাজটা হয়েছে ইদানীংকালে। ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশ ছুঁয়েছিল। সেই সুযোগে সৌদি বেশ কিছু

বিশ্বমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে, যেমন কিং আবদুল্লা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কিং আবদুল্লা ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, আর কিং আবদুল্লা পেট্রোলিয়াম স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বা ক্যাপসার্ক।

আবদুল্লা ২০০৫ থেকে ২০১৫ অবধি সৌদির রাজা ছিলেন। সৌদি আরব সম্পর্কে জনমানসে ধারণা বদলানোর কাজ তাঁর সময়েই শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মিউনিসিপ্যালিটি ভোটে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার (২০১৫)। যুবরাজ সলমন একইসঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতি বদলানোর কাজটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সৌদিতে এখন মহিলা মন্ত্রী আছেন। গাড়ি চালানোতে নিষেধাজ্ঞা ২০১৮ সালে তুলে নেওয়া হয়েছে। সিনেমা হল খুলেছে। তবে বাস্তবে সেখানে ছোটদের সিনেমা চলে। কারণটা বোধগম্য। সরকারিভাবে এখনও ঘরের বাইরে বেরোতে হলে মহিলাদের গা-মাথা ঢাকা 'আভয়া' পরা বাধ্যতামূলক।

'আভয়া' ব্যাপারটা আমরা যাকে সাধারণত বোরখা বলি তাই, শুধু মুখটুকু ঢাকা নেই। যুবরাজ এই ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে চান, কিন্তু এতদিনের সংস্কৃতি ভাঙলে যদি উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়? তাই সন্তর্পণে। সে ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা পরে বলছি।

মোদ্দা কথাটা হল সৌদিতে এখন পরিবর্তনের হাওয়া চলেছে। সব কিছুর মূলে সেই তেল, যতদিন অঢেল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সৌদি ও মধ্যপ্রাচ্যকে আগলে রেখেছিল। আর তেল বেচা টাকায় সৌদি ইসলামি বিশ্বের একছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে যুগ আর নেই। আমেরিকার আর আগের মতো মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে উৎসাহ নেই। এদিকে কানের পাশ দিয়ে এশিয়ার নতুন শক্তিধর চিন আর ভারতের উত্থান হয়েছে। দু'দেশেরই মধ্যপ্রাচ্যে যথেষ্ট প্রভাব। ভারত এখন আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র আর তার প্রভাব আছে সুন্নি-প্রধান সৌদির বিরোধী শক্তি, শিয়া-প্রধান ইরানের ওপর।

এই নতুন পরিস্থিতিতে মানানসই হওয়ার একটা প্রধান অন্তরায় হল সৌদির কট্টর ভাবমূর্তি। সুতরাং বদল আসছে সময়ের নিজস্ব চাহিদাতে। ভারত-সৌদি সম্পর্কও জোরদার হচ্ছে। আর সেই হাওয়াতে ভেসেই আমার রিয়াধ যাত্রা।

ভিসা কেলেঙ্কারি

কিন্তু যাই বললেই তো আর যাওয়া হয় না! যেতে গেলে ভিসা লাগে। আর ভিসা নিয়ে বাজারে সৌদির বেজায় বদনাম। 'ক্যাপসার্ক' থেকে অবশ্য পইপই করে বলেছিল যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র হাতে থাকায় আমার বিশেষ সমস্যা হবে না। কিন্তু তাতে কি আর ঝামেলা মেটে?

দিল্লির বাইরে, ভারতে সৌদি দূতাবাসের অফিস আছে একমাত্র মুম্বইতে। এদিকে দূতাবাস থেকে ভিসা করানোর জন্যে যে সব এজেন্সির নাম আছে তাদের কলকাতায় অফিস নেই। শেষে কলকাতায় এক ট্রাভেল এজেন্টের সন্ধান পাওয়া গেল। তারা আবার দিল্লিতে কাকে ধরে ভিসা করায়।